ntv তৃতীয় বর্ষে

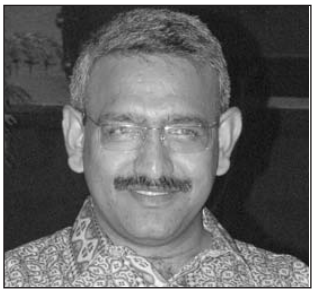

এনটিভির চেয়ারম্যান মোসাদ্দেক আলী

এমডি এনায়েতুর রহমান

'সময়ের সঙ্গে আগামীর পথে' এ স্লোগান নিয়ে এনটিভি যাত্রা শুরু করে ২০০৩ সালের ৩ জুলাই। এনটিভি পথ চলা শুরুর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই জয় করতে থাকে দর্শকদের হৃদয়। দু'বছরে এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন থেকে শুরু করে নাটক, টেলিফিল্ম, সঙ্গীতানুষ্ঠান, সংবাদ, বিশেষ দিনের বিশেষ আয়োজন প্রভৃতি অনুষ্ঠান জনপ্রিয়তা পেয়েছে দর্শক শ্রোতাদের কাছে। তাই তো দর্শকের ভালোলাগাকে গুরুত্ব দিতে তৃতীয় বর্ষে এনটিভি কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনা নিয়েছে বেশ কিছু নতুন অনুষ্ঠানের। নতুন অনুষ্ঠান পরিকল্পনার পাশাপাশি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করেছে নানা অনুষ্ঠানের। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনেক অনুষ্ঠানই আবার এ দিন থেকে নিয়মিত প্রচার করা হবে দর্শকদের জন্য। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২, ৩ ও ৪ জুলাই তিন দিনব্যাপী এনটিভির দর্শকদের জন্য রয়েছে বিশেষ আয়োজন। ২ জুলাই রাত ৮টা ১৫ মিনিটে দেখানো হবে শাহীনের রচনা ও পরিচালনায় টেলিফিল্ম 'রূপকথা'। টেলিফিল্মটিতে অভিনয় করেছেন শ্রাবন্তী, মুরাদ পারভেজসহ অনেকে।

২ জুলাই রাত ১২টা ১০ মিনিটে প্রচারিত হবে এনটিভির জন্মদিনের শুভেচ্ছা ঘোষণা ও হানিফ সংকেত নির্মিত বিশেষ থিমসং। রাত ১২টা ২৫ মিনিটে দেখানো হবে মকসুদ জামিল মিন্টুর পরিচালনায় বিশেষ থিম সং। ৩ জুলাই সকাল ৬টা ১০ মিনিটে 'বর্ষপরিক্রমায় ইসলামী অনুষ্ঠান, সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে 'আমেরিকা প্রবাসী দর্শকদের মতামত'। সকাল ৯টায় মুস্তাফা মনোয়ার নির্দেশিত শিশু বিষয়ক অনুষ্ঠান 'না পারি কি'। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের প্রযোজনায় এবং সামিয়া রহমান ও শামসুদ্দিন হায়দার ডালিমের উপস্থাপনায় 'এনটিভির ২ বছর'। পারভেজ চৌধুরীর প্রযোজনায় পালাগান 'কমলা রানীর সাগরদীঘি'

'গ্লোবাল বাংলা টিভি চ্যানেল করতে চাই'

হাসনাইন খুরশেদ
নির্বাহী পরিচালক, এনটিভি

সাপ্তাহিক ২০০০ : এনটিভি এত অল্প সময়ে দর্শকের কাছাকাছি যাওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে বলবেন কি?

হাসনাইন খুরশীদ : আমরা কখনো স্টাফ বা এমপ্লোয়ি বলি না। আমরা সব সময় বলি এনটিভি একটি পরিবার। আমাদের নিজস্ব পরিবারে যেমন যে যার ভূমিকা পালন করি, এনটিভি পরিবারের আমরা ঠিক সেই কাজটি করছি। এ সম্পর্কটি কখনই মালিক-শ্রমিকের নয়। একটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যেমন সম্পর্ক থাকে আমাদের এনটিভি পরিবারের বিষয়টি তাই। পুরো এনটিভি পরিবারের যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, দরদ এবং একজনের প্রতি আরেকজনের যে ভালোবাসা, এমনকি প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে আন্তরিকতা সেটাই আমাদের মূল শক্তি। এছাড়াও আমাদের এখানে অভিজ্ঞতা এবং তারুণ্যের বিষয়টিও দ্রুত পথ চলায় সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। আমাদের পরিবারের ৩০০ সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন আছেন যাদের বয়স পঞ্চাশের বেশি। আর চার জনের বয়স চল্লিশের ঊর্ধ্বে। বাকি সবার বয়স চল্লিশের নিচে। তার মানে আমাদের পুরো টিমটাই তারুণ্যনির্ভর। এর বিপরীতে যদি দেখি তবে দেখা যাবে তারুণ্যের সঙ্গে আধুনিক টেলিভিশন স্টেশনে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ দুটোর সমন্বয়ে এবং এনটিভির মালিকানায় যারা আছেন আমাদের পরিবারের কর্ণধার। তাদের সব ধরনের সার্বিক সহায়তা পাবার কারণেই ভালো কিছু করা সম্ভব হয়েছে। এসব সুযোগ-সুবিধার কারণে আমাদের প্রথম থেকেই পরিকল্পনা, নিষ্ঠা এবং চেষ্টা ছিল ভালো কিছু করার। আমরা গর্বের সঙ্গে দাবি করি, আমাদের দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠানে কোনো দুর্নীতি নেই। আমাদের দেশের মানুষ সততা, আন্তরিক চেষ্টা এবং গুণগত মানকে পছন্দ করেন। আমাদের মধ্যে এসব থাকার কারণেই তাদের ব্যাপক সাড়া পেয়েছি। দর্শকের কাছ থেকে পাওয়া এ প্রেরণা সামনে রেখেই আমরা এগিয়ে যেতে চাই।

২০০০ : এনটিভি নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

হাসনাইন খুরশীদ : আমরা 'সময়ের সাথে আগামীর পথে' অঙ্গীকার নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিলাম। সেই অঙ্গীকার নিয়েই এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা শুরুতেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে বাংলাদেশকে দেখানোর। অর্থাৎ টিভি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষ্টি-কালচার তুলে ধরা দর্শকের সামনে। আমরা সেই অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যেই ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছি। আমরা দেশের মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি ব্যাপকভাবে। সেই ভালোবাসাকে ধারণ করে মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। সেই শ্রদ্ধা নিয়েই আমরা এগিয়ে যেতে চাই। আমরা সত্যিকার অর্থে একটি গ্লোবাল বাংলা টিভি চ্যানেল করতে চাই। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশের বাইরে আমাদের কার্যক্রম বিস্তৃত করে যাচ্ছি। এরই ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় আমাদের সম্প্রচার শুরু করেছি। ছয়-সাত মাসের মধ্যে আমরা যে ব্যাপক সাড়া পেয়েছি তা নজিরবিহীন। এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো সাড়া পাওয়া দক্ষিণ এশিয়ার টিভি চ্যানেলের মধ্যে এটিই রেকর্ড।

আমরা খুব শিগগির লন্ডনভিত্তিক সম্প্রচার করতে যাচ্ছি। আমরা সব সময় বলছি, এনটিভি বাংলাদেশের টিভি। এ দেশের মানুষ বিশ্বের যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, আমরা এনটিভিকে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।

২০০০ : সাংবাদিক হিসেবে সফল হবার পর একটি টিভি স্টেশনের দায়িত্ব নিয়েও অল্প সময়ে সফলতা অর্জন করার রহস্য কি?

হাসনাইন খুরশীদ : আমার সাফল্য-ব্যর্থতার বিচার করার মালিক পাঠক ও দর্শক। সাফল্য ও ব্যর্থতার চেয়ে বড় জিনিস হলো কাজ করতে পারা এবং কাজ করার সুযোগ পাওয়া। আমি আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন কাজ করে যাচ্ছি এবং আরো ভালো কাজ করার চেষ্টা করছি। আমরা সর্বস্ব নিষ্ঠা এবং কমিটমেন্ট নিয়ে কাজ করতে চাই। আমরা বারবারই বলবো- এনটিভি বাংলাদেশের টিভি, বাংলাদেশের মানুষের টিভি। আমরা শুধু বলিই না, হৃদয়ের ভেতর থেকে বিশ্বাসও করি।

‘ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে চলচ্চিত্র নির্মাণের এই উদ্যোগ’

মোস্তফা কামাল সৈয়দ

অনুষ্ঠান প্রধান, এনটিভি

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনাদের এনটিভির অনুষ্ঠান নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি?

মোস্তফা কামাল সৈয়দ : ৩ জুলাই এনটিভি তিন বছরে পা দেবে। এই নতুন বছরে আমরা বেশ কিছু নতুন অনুষ্ঠান প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বেশ কয়েকটি নতুন অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। এসব অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকে বেশ কিছু অনুষ্ঠান নিয়মিত দেখানো হবে। একটি বছরের শুরুর দিন থেকে নতুন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা এটাও একটা নতুন ধারণা। নতুন অনুষ্ঠান ছাড়াও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছি। যেমন ধরুন, অনেক দিন ধরে যেসব অনুষ্ঠান চলছে তার সেটের পরিবর্তন, গ্রাফিক্সের পরিবর্তন এসব আমরা ৩ জুলাই থেকেই শুরু করব। আমরা গত দু’বছর নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি মানসম্মত অনুষ্ঠান প্রচার করার জন্য। বিশেষ করে অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু এবং নির্মাণশৈলী এই দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়েছি। আমরা কিন্তু নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের পাশাপাশি যারা এখনো সাংস্কৃতিক জগতে আছেন তাদের উপস্থাপনের চেষ্টা করছি। আমাদের নতুন বছরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের সংযোজন সাহিত্যিকদের নিয়ে ‘আপন আলোয়’ অনুষ্ঠানটি জীবনালেখ্য ধরনের। এছাড়াও অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের পরিকল্পনায় ‘ইচ্ছামতী’ ম্যাগাজিনটিও নিয়মিত প্রচার করা হবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজনের পর থেকে।

এ উপলক্ষে যেসব অনুষ্ঠান আমরা নিয়ে আসছি সব কিছুই দর্শক-শ্রোতাদের ভালোলাগাকে প্রাধান্য দিয়েই।

২০০০ : আপনারা তো উদ্যোগ নিয়েছেন সুস্থধারার চলচ্চিত্র নির্মাণের। চলচ্চিত্র নির্মাণের ধারাবাহিকতা কি এতে বজায় থাকবে?

মোস্তফা কামাল সৈয়দ : চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য আমরা যে উদ্যোগ নিয়েছি তার বাস্তবায়ন রূপ হিসেবে শুরু করেছি ‘বিদ্রোহী পদ্মা’ নামের ছবিটি দিয়ে। এটা হচ্ছে এনটিভির প্রযোজনায় প্রথম চলচ্চিত্র। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। চলচ্চিত্র নির্মাণের এই উদ্যোগ ছাড়াও আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আমরা সুস্থধারার চলচ্চিত্রকে প্রসারের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেছি। গত দু’বছরে বেশ কিছু সুস্থ ছবি এনটিভির মাধ্যমে রিলিজ করেছি। এ ধরনের উদ্যোগের কারণেও কিন্তু চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্টরা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

দেখানো হবে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। ‘সেরা গান’ নবীন হোসেন পরিচালিত অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন দিনাত জাহান মুন্নী, এটি দেখানো হবে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে। তানভীর খানের প্রযোজনায় ‘মেকিং অব তোমাকেই খুঁজছে বাংলাদেশ’ দুপুর ১টা ২৫ মিনিটে। দীপু মাহমুদের প্রযোজনায় বিকাল ৪টা ২৫ মিনিটে দেখানো হবে সঙ্গীতানুষ্ঠান ‘গানের সময়’, অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছেন আসিফ। সোহেল হকের প্রযোজনায় ‘আপন আলোয়’ প্রচারিত হবে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে। আজহারুল হকের পরিচালনায় ‘সাজঘর’ দেখানো হবে সন্ধ্যা ৬টা ৫০ মিনিটে। রাত ৮টা ১৫ মিনিটে দেখানো হবে নাটক ‘বড় পবিত্র শহর’, আনিসুল হকের গল্প অবলম্বনে এবং অমিতাভ রেজার নির্দেশনায় নাটকটিতে অভিনয় করেছেন আসাদুজ্জামান নূর, মলি আখন্দসহ অনেকে। রাত ৯টা ৪০ মিনিটে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণ এবং সুশান্ত শুভর পরিচালনায় ম্যাগাজিন ‘ইচ্ছামতী’।

৪ জুলাই সকাল ১০টা ৫ মিনিটে শেখ নিয়ামত আলী পরিচালিত বাংলা ছবি ‘দহন’ ছবিটিতে অভিনয় করেছেন হুমায়ূন ফরীদি, আসাদুজ্জামান নূর, ববিতাসহ অনেকে। মোস্তফা জামান রায়হানীর প্রযোজনায় বিশ্বখ্যাত জাদুশিল্পীদের পরিবেশনায় ম্যাজিক নিয়ে অনুষ্ঠান ‘ম্যাজিক ফেস্টিভ্যাল ’০৫ দেখানো হবে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। দুপুর ২টা ৩৫ মিনিটে দেখানো হবে আলমগীর হোসেনের প্রযোজনা এবং দেবাশীষ বিশ্বাসের উপস্থাপনায় ‘এনটিভি পরিবার।’ বিকেল ৩টায় আবুল হায়াত রচিত ও পরিচালিত এবং বিপাশা হায়াত, মনির খান, শিমুল, শর্মিলী আহমেদ অভিনীত নাটক ‘নিশিপ্রান্তে’। রাত ৮টা ১৫ মিনিটে দেখানো হবে জহির রায়হানের গল্প অবলম্বনে কোহিনূর আক্তার সুচন্দা পরিচালিত এবং রিয়াজ, শমী, এটিএম শামসুজ্জামান অভিনীত ছবি ‘হাজার বছর ধরে’র প্রিমিয়ার শো।

‘অনুষ্ঠান শুরুর আগে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করি’

পারভেজ চৌধুরী

নির্বাহী প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা ও আজকের সকাল, এনটিভি

সাপ্তাহিক ২০০০ : প্রতিদিন দুটি অনুষ্ঠান আয়োজন করছেন, এটা কিভাবে সম্ভব?

পারভেজ চৌধুরী : আমাদের দেশে মিডিয়ায় প্রতিদিনের অনুষ্ঠান করা একটা সময় ছিল কঠিন কাজ। তবে একুশের পরে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় তরুণ নির্মাতারা আসার ফলে আমাদের কাছে এটি সহজ হয়েছে। ‘শুভ সন্ধ্যা’ এনটিভির শুরুর দিকের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি মানুষ এতো গ্রহণ করেছে যে এটা বড় প্রাপ্তি। আমাদের বিশেষ করে বিষয়, উপস্থাপনা এবং আঙ্গিকগত দিক থেকে দর্শকরা গ্রহণ করেছে। যার ফলে অতিথি সেলিব্রেটিরা আমাদের অনুষ্ঠানে আসতে সহজেই সম্মতি জানান। তারাও জানেন আমাদের জনপ্রিয়তার কথা। যার জন্য প্রতিদিনের এ আয়োজন সমস্যা হয় না। ‘শুভ সন্ধ্যার’ সফলতার পর দেশ ও আন্তর্জাতিক পজেটিভ ইস্যু নিয়ে সকালের শো ‘আজকের সকাল’ শুরু করি। এ অনুষ্ঠানে নিভৃতে যারা কাজ করছেন তাদেরও অতিথি করা হয়, যার জন্য আঙ্গিকগত দিক থেকে ‘আজকের সকাল’ এবং এন্টারটেইনমেন্টের দিক দিয়ে ‘শুভ সন্ধ্যা’ দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে।

২০০০ : আপনার অনুষ্ঠানগুলো দর্শকপ্রিয়তা পাবার কারণ কি?

পারভেজ চৌধুরী : আমরা হচ্ছি একুশে টেলিভিশনের ফসল এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেলের প্রফেশনাল প্রথম জেনারেশন। একটা অনুষ্ঠান শুরুর আগে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা, পেপার ওয়ার্ক, কনসেপ্ট আইডিয়া প্রভৃতি ডেভেলপ করি এবং সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা করি। ‘শুভ সন্ধ্যা’ এবং ‘আজকের সকাল’ জনপ্রিয়তা পেয়েছে আইডিয়া এবং কনসেপ্টের কারণে। এনটিভির আয়োজন ছাড়াও আমার একুশের অনুষ্ঠানগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এর মধ্যে খুবই জনপ্রিয় ছিল ‘দেশ জুড়ে’ যদিও এটি বিশাল টিম ওয়ার্ক ছিলো কিন্তু অনুষ্ঠানটির কনসেপ্ট আমার ছিল। অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল ভিন্নধর্মী এবং দেশের প্রান্তিকজনদের নিয়ে তাদের আশা, স্বপ্ন প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য দেয়ার কারণেই। আমি অনুষ্ঠান শুরু করার আগে সব সময় প্রাধান্য দেই দর্শকের পয়েন্ট অব ভিউ। তাদের চাওয়াটা বা অপূর্ণতার দিকে। আর আমার টিমের প্রতিটি সদস্যের সহযোগিতা আমাকে ভালো অনুষ্ঠান নির্মাণে পূর্ণতা এনে দেয়।

সুপারস্টারের খোঁজে

রূপসী, তোমার গুণের খোঁজে- এই শিরোনামে লাক্স-চ্যানেল আই আয়োজন করছে ‘সুপারস্টার’ প্রতিযোগিতা। সুন্দরী হলেই চলবে না। সঙ্গে আরও গুণ যেমন গান, নাচ, অভিনয় বা আবৃত্তি জানলে বাংলাদেশের ১৮ বছরের উর্ধ্বে যে কোনো নাগরিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। বায়োডাটা, তিন কপি ছবি (ফ্রন্ট, সাইড প্রোফাইল, ফুল ফিগার) আর ৫০ শব্দের মধ্যে নিজের গুণের কথা লিখে পাঠাতে হবে আগামী ৫ জুলাই ২০০৫-এর মধ্যে।

রুহুল তাপস, হাসান জামান

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**